মুসলিম নারী এবং সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে তার দায়িত্ব-কর্তব্য

মূল

অধ্যাপক ড. ফালেহ ইবন মুহাম্মাদ আস-সুগাইর

অনুবাদ

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

প্রকাশনায়

কাশফুল প্রকাশনী

মুসলিম নারী এবং সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে তার দায়িত্ব-কর্তব্য

প্রকাশক	মোঃ আমজাদ হোসেন খান
প্রকাশনায়	কাশফুল প্রকাশনী ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্রাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ মোবাইল: ০১৭৩১-০১০৭৪০, ০১৯১৮৮-০০৮৪৯ ই-মেইল: kashfulprokashoni@gmail.com /kashfulprokasoni
অনলাইন পরিবেশনায়	www.rokomari.com www.sijdah.com www.wafilife.com
প্রকাশকাল	এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
গ্রন্থস্বত্ব	সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ ডিজাইন মুদ্রণ ও বাঁধাই	মিডিয়া প্লাস ২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড়, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ মোবাইল: ০১৭১৪ ৮১৫১০০, ০১৯৭৯ ৮১৫১০০ ই-মেইল: mediaplus140@gmail.com
মূল্য	২৩০/- (দুইশত ত্রিশ টাকা মাত্র)
ISBN	978-984-34-6486-6

সম্পাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, যিনি নর ও নারীসহ সকল কিছুর রব তাঁর প্রশংসা করছি। প্রশংসা করছি তাঁর যিনি এক নর ও এক নারী থেকে সারা দুনিয়া পূর্ণ করে দিয়েছেন। মানুষ সৃষ্টি করে তাকে তাঁর ইবাদাত করার মাধ্যমে যমীনের বুকে তাঁর বিধান বাস্তবায়নের জন্য স্রষ্টার প্রতিনিধিত্ব করা ও যমীনকে আবাদ করার মহাদায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। এ দায়িত্ব শুধু নর কিংবা নারীর ওপর নয়; নর ও নারী উভয়ের ওপর অর্পিত। কারও ওপর তার শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী একটু বেশি আবার কারও ওপর অবস্থা ও অবস্থান অনুযায়ী একটু কম। কিন্তু সর্বাবস্থায় তারা একে অন্যের পরিপূরক। ইসলামের শ্বাশ্বত গ্রন্থ আল-কুরআন নর ও নারীর একের জন্য অন্যকে পোশাক হিসেবে ঘোষণা করছে। আবার ইসলামের নবী তাঁর বাণীতে নর ও নারীকে পরস্পর অর্ধেক অংশ বলেও জানিয়ে দিয়েছেন।

তাহলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে উভয়কে এগিয়ে আসতে হবে, আর এর মাধ্যমেই কেবল জগতে আল্লাহর ইবাদাত যথাযথভাবে সম্পন্ন হবে। প্রত্যেক মানব-সন্তানই ঘরে বড় হয়। ঘর যদি তার ভালো হয়, ঘরের অধিবাসীরা যদি তাকে ভালো তারবিয়ত প্রদান করে, তবে সে আর খারাপ পথে পা বাড়াতে পারে না। এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "প্রতিটি জন্মগ্রহণকারীই স্বাভাবিক রীতি-নীতির ওপর বড় হয়, তার পিতা-মাতা তাকে অস্বাভাবাবিক বানায়, তাকে ইয়াহূদী বানায়, নাসারা বানায়, মাজুসী বানায়।" সুতরাং ঘরকে আগে ঠিক করতে হবে। আর সে ঘর ঠিক করতে হলে ঘরের যিনি রাণী তাকে সঠিক পথে থাকতে হবে যাতে সন্তানদেরকে তিনি সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারেন। আর এ উদ্দেশ্যেই আজকের এ গ্রন্থটিকে জাতির সামনে উপস্থাপন করছি, যাতে একজন **"মুসলিম নারী এবং সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে তার দায়িত্ব-কর্তব্য"** সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বস্তুত একজন নারীর রয়েছে তার রবের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য, তাকে জানতে হবে তার রবের প্রতি তার কী দায়িত্ব ও কর্তব্য, যা আমাদের মা হাজের, উম্মে ইসমা'ঈল যথার্থভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। একজন নারীকে জানতে হবে তার ওপর কর্তব্য হচ্ছে ঈমানের রুকনগুলোকে যথাযথভাবে জানা ও সে অনুযায়ী তার জীবন গড়ে তোলা। অনুরূপভাবে তাকে জানতে হবে কীভাবে বিশুদ্ধভাবে তার রবের ইবাদাত করবে, কী কাজ করলে তার রব খুশী হবে, কী কাজ করলে তার রব তার ওপর নাখোশ হবে তা জানা তার প্রধানতম কর্তব্য। তাকে হতে হবে এ ব্যাপারে সুমাইয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার মতো দীনে অটল পাহাড়সম সবরের প্রতিকৃতি।

একজন নারীকে জানতে হবে তার নবীর প্রতি তার কী কর্তব্য। নবীদের ভালোবাসা, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন না হলে সে মুসলিমা হতে পারবে না। তাকে যেকোনো মূল্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরী'আতের গণ্ডিতে থাকতে হবে এতটুকু না জানলে তার চলবে না। তাকে হতে হবে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মতো মহীয়সী নারী।

একজন নারীকে জানতে তার দীনের বিধি-বিধান। তার ওপর আল্লাহ কী কী করা ফরয করে দিয়েছেন সেটা না জানলে চলবে না। এ ব্যাপারে তাকে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। যার ঘর ছিল দীনী ইলমের মজলিস। যার কাছ থেকে ইলম অর্জন করে ছোট ছোট সাহাবী এবং তাবে'ঈগণ হতে পেরেছিলেন জগদ্বিখ্যাত।

একজন নারীকে তার নিজের ব্যাপারে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। সে তার শরীরের ব্যাপারে সচেতন থাকবে, পবিত্রতা অর্জন ও তার প্রতি সচেতনতা তার জন্য অপরিহার্য কর্ম, সে নিজেকে এবং পরিবারের অন্যান্যদের জন্য আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। নিজের চুল, গঠন, সৌন্দর্য চর্চা এসবই তাকে করতে হবে শরী'আত নির্ধারিত সীমারেখার ভিতরে। ঘর থেকে

বের হওয়ার সময় সে সৌন্দর্য চর্চা না করে সৌন্দর্যকে লুকানোর প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাবে যাতে করে যাদেরকে সৌন্দর্য দেখাতে শরী'আত নিষেধ করেছে তাদের জন্য তার কোনো অংশ ব্যয় না হয়ে যায়।

একজন নারী তার বিবেককে শানিত করবে, জ্ঞান দ্বারা তা পূর্ণ করবে। জ্ঞানার্জন তো তার ওপর ফরয। তবে এমন জ্ঞানকে সে প্রাধান্য দিবে না যা সত্য সত্যই তাকে তার ঈমান ও শরী'আত থেকে দূরে সরিয়ে দিবে। তাকে আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত, আমাদের পূর্ববর্তী সালাফদের কর্মকাণ্ড সম্পর্ক যথেষ্ট জ্ঞান রাখতে হবে। তাকে সহীহ আকীদা-বিশ্বাসের জ্ঞানে বলীয়ান হয়ে সহীহ আমল করে যেতে হবে। শির্ক ও বিদ'আতপূর্ণ আমল থেকে বাঁচতে হবে।

একজন নারীকে তার আত্মিক প্রশান্তি বজায় রাখতে হবে। তার নাফসকে পবিত্র রাখার জন্য নিয়মিত শরী'আত অনুমোদিত ইবাদাত ও যিকিরগুলো চালিয়ে যেতে হবে। ভালো পুরুষকে জীবন-সঙ্গীনী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে আর উত্তম নারীদের সঙ্গী হতে হবে।

একজন নারীকে তার পিতা-মাতার ব্যাপারে সাধ্যানুসারে যত্নবান হতে হবে। পিতা-মাতার হক আদায় করতে পারলে তার হকও একসময় আদায় হবে এ বিশ্বাস তাকে রাখতে হবে।

একজন নারীকে তার স্বামীর হক আদায় করতে হবে। স্বামীর হক সম্পর্কে সচেতন করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যদি আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাজদাহ করার অনুমতি থাকতো তবে স্বামীকে সাজদাহ করার অনুমতি তিনি নারীকে প্রদান করতেন।" সুতরাং ন্যায়ের কাজে স্বামীর আনুগত্য করতেই হবে। নিজের মতকে স্বামীর মতের কাছে ছেড়ে দিতে হবে যতক্ষণ তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মতবিরোধী না হবে।

একজন নারীকে তার পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হবে। বস্তুত একটি পরিবারের আভ্যন্তরীণ পুরো দায়িত্ব রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীকেই প্রদান করেছেন। তিনি তাকে পরিবারের অভ্যন্তরীণ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারিনী করেছেন।

একজন নারীকে সন্তানের দায়িত্ব নিতে হবে। সন্তানকে দীনদার ও সালাত আদায়কারী হিসেবে তৈরি করার ক্ষেত্রে পুরুষের যেমন কর্তব্য রয়েছে তেমনিভাবে নারীরও রয়েছে পূর্ণ কর্তব্য। সন্তানকে সকাল বেলা সালাতের জন্য ঘুম থেকে উঠিয়ে মসজিদে পাঠানোর ব্যাপারে নারীদের গাফিলতির পরিণাম পরবর্তীতে নারীর জন্যই ভয়াবহ আকারে দেখা দেয়। সন্তান আর আনুগত্য শিখে না। আল্লাহর আনুগত্য যদি নারী তার সন্তানকে শিখাতো আল্লাহ তা'আলাও সন্তানকে তার আনুগত্য করার জন্য তৈরি করে দিতেন।

মোটকথা, নারী যদি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয় তবে একটি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র যথাযথভাবে বিশুদ্ধ হয়ে যাবে, আর যদি নারী তাতে ব্যর্থ হয় তবে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যাবে। প্রগতির নামে যারা নারীদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যচ্যুত করে পুরুষদের দায়িত্ব তাদের কাঁধে অর্পণ করতে চায় তারা আর যাই হোক কখনো নারী, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বন্ধু ও শুভাকাঙ্খী হতে পারে না। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন, আমাদের নারীদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দিন এবং তথাকথিত প্রগতিবাদীদের খপ্পর থেকে তাদেরকে হিফাযত করুন, আমীন।

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি সকল সৃষ্টির রব। আমরা কেবল আপনারই ইবাদাত করি। আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং সকল প্রকার অনিষ্টতা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজন এবং উম্মুল মুমিনীন-এর প্রতি।

আদর্শ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র নির্মাণে একজন পুরুষের যেমন ভূমিকা আছে, তেমনি নারীরও ভূমিকা আছে। তার উপর ভিত্তি করে **"মুসলিম নারী এবং সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে তার দায়িত্ব-কর্তব্য"**এর উপর ধারাবাহিকভাবে এ পুস্তিকাটিতে নারী সম্পর্কে আলোচনার গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি নারীর দায়িত্ব-কর্তব্যকে চারটি ক্ষেত্র বা পরিমণ্ডলে ভাগ করেছেন: তাঁর নিজের ব্যাপারে দায়িত্ব-কর্তব্য, তার ঘরের ব্যাপারে দায়িত্ব-কর্তব্য, তাঁর সমাজ ও জাতি কেন্দ্রিক দায়িত্ব-কর্তব্য এবং শত্রুদের ষড়যন্ত্রের বিপরীতে মুসলিম নারীর দায়িত্ব-কর্তব্য। আর গ্রন্থকার আলোচনাটি শেষ করেছেন এসব দায়িত্ব-কর্তব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদে। আর এর মাধ্যমে আমাদের মা-বোনদের যদি কিছু কল্যাণ হয়, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

আর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি, বিশ্বের সবচেয়ে বড় অনলাইন ইসলাম প্রচারক ওয়েব সাইট www.islamhouse.com যেখানে বইটি স্থান পেয়েছে এবং সম্মানিত লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও বইটি প্রকাশের সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন সকলের প্রতি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন এই প্রচেষ্টার সাথে সকলের নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দেন।

মানুষ হিসেবে আমরা ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নই। তাই সম্মানিত পাঠকগণের নিকট আবেদন, গ্রন্থটিতে কোনরূপ ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিবো-ইনশাআল্লাহ।

মোঃ আমজাদ হোসেন খান
প্রকাশক: কাশফুল প্রকাশনী

সূচিপত্র

০১. ভূমিকা ॥ ১৩
০২. নারী এবং তার দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে আলোচনা কেন ॥ ১৭
০৩. মুসলিম নারীর দায়িত্ব-কর্তব্যের পরিমণ্ডল ॥ ৩১
০৪. প্রথম ক্ষেত্র: তার নিজের ব্যাপারে দায়িত্ব-কর্তব্য ॥ ৩১
প্রথম: তার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান তথা বিশ্বাস প্রসঙ্গে ॥ ৩১
দ্বিতীয়ত: তার নিজের ব্যাপারে দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহ থেকে অন্যতম হলো জ্ঞান অর্জন ॥ ৩৫
০৫. মুসলিম নারীর সাংস্কৃতিক ভিত্তির খুঁটিসমূহ ॥ ৪১
০৬. মুসলিম নারীর সাংস্কৃতিক দায়িত্ব-কর্তব্য ॥ ৪৪
প্রথমত. সাংস্কৃতিক দায়িত্ব-কর্তব্যের উপাদানসমূহ ॥ ৪৪
দ্বিতীয়ত. এই দায়িত্ব-কর্তব্য বাস্তবায়ন পদ্ধতি ॥ ৪৬
তৃতীয়ত: মুসলিম মহিলার নিজের ব্যাপারে দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহের অন্যতম আরেকটি দিক হলো সৎকর্ম করা ॥ ৪৬
চতুর্থত: তার নিজেকে অন্যায় ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে রক্ষা করা ॥ ৫৬
০৭. দ্বিতীয় ক্ষেত্র: মুসলিম নারীর ওপর তার ঘরের দায়িত্ব-কর্তব্য ॥ ৫৮
০৮. প্রথমত. ঘরে তার দায়িত্ব-কর্তব্যের শর'ঈ ভিত্তি ॥ ৫৯
০৯. দ্বিতীয়ত. ঐসব দায়িত্ব-কর্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ ॥ ৬২
১০. (ক) আদর্শ স্ত্রী হিসেবে তার দায়িত্ব-কর্তব্য ॥ ৬২
১১. (খ) আর্দশ মা হিসেবে তার দায়িত্ব-কর্তব্য ॥ ৭০
প্রথমত: তার সন্তানের পিতা নির্বাচন করা ॥ ৭২
দ্বিতীয়ত: ভ্রূণ অবস্থায় তার রক্ষণাবেক্ষণ করা ॥ ৭৪
তৃতীয়ত: প্রসূত সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ করা ॥ ৭৪

চতুর্থত: তাকে প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় তত্ত্বাবধান করা ॥ ৮০

১২. (গ) আদর্শ কন্যা হিসেবে তার দায়িত্ব-কর্তব্য ॥ ৮১

-মায়ের বিভিন্ন কর্তব্যে সাধ্যমত সহযোগিতা করা, উদাহরণস্বরূপ ॥ ৮৩

-কাফির ও ফাসিকগণ কর্তৃক আমদানি করা ফ্যাশনের অনুসরণ না করা ॥ ৮৪

১৩. (ঘ) আদর্শ বোন হিসেবে তার দায়িত্ব-কর্তব্য ॥ ৮৫

১৪. তৃতীয় ক্ষেত্র: সমাজ ও জাতি কেন্দ্রিক একজন নারীর দায়িত্ব-কর্তব্য ॥ ৮৭

১৫. সমাজের সাথে নারীর সম্পর্ক ॥ ৯১

এই দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি ॥ ৯৬

(ক) আত্মীয়-স্বজনের হক ॥ ৯৬

(খ) প্রতিবেশীদের হক ॥ ৯৭

(গ) নারীদের সমাবেশে ॥ ৯৮

(ঘ) ক্লাবসমূহ এবং সেগুলোর প্রতি মুসলিম নারীর দায়িত্বকর্তব্য ॥ ১০০

(ঙ) কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব ॥ ১০১

(চ) শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে দায়িত্ব ॥ ১০৮

১৬. চতুর্থ ক্ষেত্র: শত্রুদের ষড়যন্ত্রের বিপরীতে মুসলিম নারীর দায়িত্ব -কর্তব্য ॥ ১১১

১৭. নারীকে নষ্ট-ভ্রষ্ট করার জন্য তারা বিভিন্ন প্রকার পথ ও আলাপ-আলোচনা সূত্রপাত করেছে। যেমন ॥ ১১১

(ক) নারীকে বিতর্কিত বিষয় হিসেবে প্রকাশ করা ॥ ১১১

(খ) মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে নোংরামি ও বিকৃত চিন্তাধারার বিস্তার করা ॥ ১১২

(গ) তাদের ঘোষিত দু'টি মৌলিক দাবি ॥ ১১২

প্রথম: নারী স্বাধীনতার দাবি ॥ ১১৩

দ্বিতীয়: পুরুষের সাথে সমতার দাবি ॥ ১১৪

(ঘ) নারীর মূল কাজকে গুরুত্বহীন হিসেবে চিত্রিত করা ॥ ১১৫

(ঙ) পুরুষের কর্তৃত্বকে আধিপত্যবাদী ও বর্বর বলে চিত্রিত করা ॥ ১১৫
(চ) 'বাস্তবতা অবশ্য পালনীয়' নামক নীতির অনুসরণ ॥ ১১৫
(ছ) শিক্ষা ॥ ১১৬
(জ) পুরুষের কাজ-কর্মে নারীকে জোরপূর্বক ঢুকিয়ে দেওয়া ॥ ১১৭
১৮. এই সম্মিলিত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম নারীর দায়িত্ব-কর্তব্য॥ ১১৭
১৯. মুসলিম নারীর দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে ॥ ১১৮
২০. নারীর দায়িত্ব-কর্তব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ ॥ ১২১
২১. প্রথম অনুচ্ছেদঃ নারী কর্তৃক নিজেকে ঐ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত করা ॥ ১২১
২২. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ একজন সফল মহিলা দা'ঈ'র গুণাবলী ॥ ১২৫
২৩. তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ নারীর দাওয়াতের নীতিমালা ॥ ১২৮
২৪. চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ দাওয়াতের ক্ষেত্রে সফল পদ্ধতিসমূহ ॥ ১৩২
২৫. পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ নারীর দাওয়াতী ক্ষেত্রসমূহ থেকে ॥ ১৩৭
২৬. ষষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ দাওয়াত ও প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ ॥ ১৪৬
প্রথম প্রকারঃ মূলভিত্তিগত বা বুনিয়াদী বিষয়সমূহ ॥ ১৪৬
দ্বিতীয় প্রকারঃ নারীর সাথে নির্দিষ্ট বিষয়সমূহ ॥ ১৪৭
তৃতীয় প্রকারঃ ত্রুটিপূর্ণ উপলব্ধিগত বিষয়সমূহ ॥ ১৪৮
চতুর্থ প্রকার : বিশেষ শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়সমুহ ॥ ১৪৮
২৭. সপ্তম অনুচ্ছেদঃ দায়িত্ব পালনের সহযোগী উপায়-উপকরণ ॥ ১৪৯
২৮. অষ্টম অনুচ্ছেদঃ মুসলিম নারীর কাজ করার নিয়ম-পদ্ধতি ॥ ১৫২
২৯. কতিপয় সুপারিশ বা পরামর্শ ॥ ১৫৪
৩০. উপসংহার ॥ ১৫৬

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাঁর নিকট তাওবা করি, আর আমাদের নফসের জন্য ক্ষতিকর এমন সকল খারাবি এবং সকল প্রকার মন্দ আমল থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই, আর যাকে তিনি পথহারা করেন তাকে পথপ্রদর্শনকারীও কেউ নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ○

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোনো অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করো না।"[১]

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا○

"হে মানব! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেন, আর যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট নিজ নিজ হক দাবি করে থাক এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সতর্ক থাক। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"[২]

---

১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০২

২. সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল; তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।"[৩]

অতঃপর ...

নারীকে সমাজের অর্ধেক বলা হয়ে থাকে, আর নারী তিনি তো মাতা, স্ত্রী, কন্যা, বোন, নিকটাত্মীয়া..., আর তিনি তো লালন-পালনকারিনী, শিক্ষিকা, শিশুদের পরিচর্যাকারিনী...। আর তিনি হলেন পুরুষদের জন্মদাত্রী, বীরপুরুষদের লালন-পালনকারিনী, মহিলাদের শিক্ষিকা...। আবার তিনি হলেন নেতা, আলেম ও দা'ঈ তথা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের গড়ে তোলার অন্যতমা কারিগর ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে আদম 'আলাইহিস সালাম থেকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেন; আর যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন, আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট

৩. সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৭০-৭১

নিজ নিজ হক দাবি করে থাক এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সতর্ক থাক। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"[৪]

আর সেখান থেকেই ইসলামী চিন্তবিদগণ নারীদের ব্যাপারটি নিশ্চিতভাবে আলোচনায় নিয়ে এসেছেন, যেভাবে আল-কুরআনুল কারীম সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে নির্ধারণ করে দিয়েছে, একজন মা, বোন, স্ত্রী, কন্যা হিসেবে তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানসমহ, সাথে সাথে বর্ণিত হয়েছে তার অধিকার এবং আবশ্যকীয় দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহ।

পরবর্তী যুগে নারীদের অন্যান্য দিকের আলোচনার ব্যাপক আকারে প্রসার লাভ করে, এমনি একটি দিক হচ্ছে তার আকীদা-বিশ্বাস ও নীতি-নৈতিকতা বর্জনের ব্যাপার; আমরা শুনি ও পড়ি নারীকে তার প্রতিপালকের নির্দেশ ও তার ধর্মীয় শিক্ষাসমূহ থেকে মুক্ত করার দিকে স্পষ্ট আহ্বান সম্বলিত বক্তব্যগুলো। যার পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের মধ্য থেকে অনেকেই ঐসব বিষয়কে স্বাধীনতা, প্রগতি, পশ্চাৎপশরতা থেকে বিমুক্তি, প্রাচীন রসম-রেওয়াজ ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পুরাতন জঞ্জাল, এ ধরনের বিভিন্ন ধুয়া তুলে আল্লাহর শরী'আতকে প্রত্যাখ্যান করার মতো দুঃসাহস দেখাতে শুরু করে ।

আর নিঃসন্দেহ এটা এমন একটি ভয়াবহ সমস্যা যা জ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের নিকট দাবি করে যে, তারা যেন এই বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেন এবং তার কারণ ও প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেন, যার মাধ্যমে তারা এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বিধান সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করবেন, নারীর অধিকারসমূহ এবং তার দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহ সুস্পষ্ট করবেন, তার (নারীর) ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর যে অন্ধকারাচ্ছন্ন আবরণ পড়ে আছে তা দূর করবেন; আল্লাহ নিঃস্বার্থভাবে তাকে যে বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য দান করেছেন তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরবেন এবং ইসলামের শত্রুগণ তাকে ও তার সমাজকে নিয়ে যে ষড়যন্ত্রের জাল বা আবরণ বিস্তার করেছে ও তার সাথে তারা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় যেসব সন্দেহ ও ত্রুটিপূর্ণ দর্শনকে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে তা উন্মোচন করবেন। আর এই কাজটি তাদের জন্য বাধ্যতামূলক যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা, শিক্ষা ও দাওয়াতের দায়িত্ব প্রদান করেছেন।

আর এই সূত্র ধরেই এ কথাগুলো এসেছে, যাতে করে মুসলিম নারীর দায়িত্ব-কর্তব্য, বিশেষ করে তার জ্ঞানগত, সামাজিক, প্রশিক্ষণগত ও

---

৪. সূরা আন-নিসা, আয়াত: ০১

দাওয়াতী দায়িত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণের একটি রূপরেখা পেশ করা যায়। সুতরাং এ কথাগুলো হে মুসলিম নারী তোমার প্রতি, যে তার ধর্মীয় বিষয় এবং দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহের ব্যাপারে সচেতন; আর সে নারীর প্রতি, যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার পথ উন্মুক্ত করল; সে দায়িত্ববান মায়ের প্রতি যিনি জাতি বা প্রজন্মের শিক্ষিকা ও পুরুষজাতি গঠনের কারিগর, সে মমতাময়ী স্ত্রীর প্রতি যে তার স্বামীর পাশে তাকে কল্যাণের পথে উৎসাহ দানকারিনী, তার চলার পথে সাহায্যকারিনী এবং তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে সে যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তার দায়িত্ব বহনকারিনীর ভূমিকায় অবস্থানকারী, সে দা'ঈ বা আল্লাহর পথে আহ্বানকারিনীর প্রতি যে নিজেকে এমন মহান পথের প্রতিনিধি নিয়োগ করেছে, যে পথ জান্নাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয়; সে নারীর প্রতি যে এসব গুণাবলীর দ্বারা গুণান্বিতা; আমি এই গুণবাচক কথাগুলো বিশেষভাবে তোমাকে উদ্দেশ্য করে লিখছি; আশা করা যায় যে, তা পথ আলোকিত করবে, রাস্তা খোলাসা করবে, অন্ধ কার দূর করবে, জ্ঞানকে বর্ধিত করবে, পরস্পরকে শক্তিশালী করবে এবং শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দাওয়াতী কার্যক্রমের পথে কল্যাণকর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে।

হে অভিভাবক! আপনাকে অনুরোধ করছি, যাতে আপনি দৃষ্টি দিতে পারেন আপনার স্ত্রী, বোন ও কন্যার দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি, যাতে আপনি তাকে এর জন্য প্রস্তুত করে নিতে পারেন, অতঃপর তার পৃষ্ঠপোষকতা করবেন এবং তার হাত ধরে এ কাজে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

অতঃপর আমি যে কথাগুলো বলতে চেয়েছি সেগুলোর দিকেই অগ্রসর হচ্ছি, আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন করছি, তিনি যেন এর মাধ্যমে উপকৃত করেন এবং এগুলোকে জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য সঞ্চিত সম্পদে পরিণত করেন। তিনি সবকিছুর শ্রবণকারী এবং আবেদন ও নিবেদনে সাড়াদানকারী ।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

(আল্লাহ তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর প্রতি রহমত, শান্তি ও বরকত নাযিল করুন।)